[redacted]

[redacted]

এলাকায় সবুজ ছায়া নামে একটি ক্লিনিক খুলে রোগীদের সাথে প্রতারণা করে আসছিলেন। সে ডাক্তার না হয়েও তার নামের পূর্বে ডাক্তার যোগ করে প্রতারণা করছিলেন। পরে ক্লিনিকটিতে অভিযান চালিয়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও ক্লিনিকটি সিলগালা করে দেই প্রশাসন। এরপর পরই সে সাংবাদিকের খাতায় নাম লেখান। স্খানীয় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার কার্ড নিয়ে এলাকায় দেদারছে চাঁদাবাজি করে আসছিলো। গত বছরে কুলবাড়িয়া গ্রামে চাঁদাবাজি করতে গেলে ওই ব্যবসায়ী তার বিরুদ্ধে সদও থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সে বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনসহ জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হয়। তারপরেও তার চাঁদাবাজি থেমে থাকেনি। তবে এত কিছুর পর আমাদের সূর্যদয় পত্রিকার কিভাবে নিয়োগ পেল এবং পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জনসাধারণের মাঝে সমালোচনা শুরু হয়েছে।

এদিকে আব্দুর রউফকে বারবার চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক করা হলেও চাঁদাবাজের গডফাদার থেকে গেছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এলাকাবাসির দাবী চাঁদাবাজ আব্দুর রউফের গডফাদারকেও ধরে আইনের আওতায় আনা হোক।

তবে, এব্যাপারে পত্রিকাটির প্রকাশক ও সম্পাদক আবুল কাসেম অনুরাগীর মোবাইলে একাধিকবার কল দিলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

কুষ্টিয়ায় এসিল্যান্ড পরিচয়ে চাঁদাবাজি, কথিত সাংবাদিক আটক

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এসিল্যান্ড পরিচয়ে ওষুধ ফার্মেসীতে চাঁদাবাজির সময় রাকিব নামে কথিত এক সাংবাদিককে আটক করেছে জনগণ। আটক হওয়া কথিত সাংবাদিক রাকিব পৌরসভার কাজীপাড়া এলাকার সাহেব আলীর ছেলে।

ভুক্তভোগী ফার্মেসী মালিক মিজানুর রহমান জানান, গতকাল মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে সাংবাদিক পরিচয়দানকারী রাকিব ও পলাশ তাদের সঙ্গে থাকা অজ্ঞাত ব্যক্তিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) পরিচয় দিয়ে ফার্মেসীর কাগজপত্র দেখাতে

বলে। এবং তারা ম্যাজিস্ট্রেটকে ম্যানেজ করতে ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন। এ সময় তাদের কথাবার্তা সন্দেহজনক হওয়ায় ফার্মেসী মালিক স্থানীয়দের বিষয়টি জানান। এ সময় স্থানীয়রা তাদের ধাওয়া করলে সাংবাদিক পরিচয়দানকারী পলাশ ও ভূয়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও রাকিবকে আটক করে জনসাধারণ। পরবর্তীতে কুমারখালী থানা পুলিশ রাকিবকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। বর্তমানে রাকিব থানাহাজতে রয়েছেন।

এ বিষয়ে তিনি কুমারখালী থানায় রাকিব, পলাশ ও ভূয়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এজাহার দিয়েছেন বলে জানান।

এবিষয়ে কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) সুকল্যাণ জানান, চাঁদাবাজির করতে গিয়ে জনগণের হাতে আটক খবর পেয়ে রাকিব নামে একজনকে উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। তবে এখনও লিখিত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরের কথিত সাংবাদিক আতাউরের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি মামলা

মেহেরপুরের কথিত সাংবাদিক, আত্মস্বীকৃত বঙ্গবন্ধুর গবেষক আতাউর রহমানসহ দুজনের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে ১৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আপর আসামি হলেন রফিকুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি।

আজ বৃহস্পতিবার মেহেরপুরের ডায়মন্ড অটোমেটিক রাইস মিলের ম্যানেজার মোস্তাফিজুর রহমান বাদী হয়ে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতে মামলাটি দায়ের করেন। যার মামলা নং ৫১৪/২০২৩, ধারা ৪৪৭/৪৪৮/৩২৩/৩৮৫/৩৮০/৫০৬ প্যানাল কোড। মামলাটি আমলে নিয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেসন (পিবিআই) কে

তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, মামলার ২নং আসামি আতাউর রহমান একজন মুখোশধারি সাংবাদিক। ১ নং আসামির প্রত্যক্ষ মদদে ও অন্যান্য সন্ত্রাসীদের ব্যবহারে আসামিদ্বয় দীর্ঘদিন যাবৎ বাদির নিকট থেকে ১৫ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছেন। চাঁদা না দিলে আসামিরা বাদির প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করে এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সাধণ করবে। এছাড়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দিবে। বাদি তাদের এই হুমকিতে পাত্তা না দিলে বিগত ৯ জুলাই বিকাল ৫টার দিকে দেশীয় অস্ত্রসহ রাইসমিলে প্রবেশ করে। পরে ম্যানেজারকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মারধর করে ১ নং আসামি রফিকুল ইসলাম ক্যাশ বাক্সে থাকা নগদ ৩ লাখ ৮২ হাজার ৭২০ টাকা ছিনিয়ে নেয়। ২ নং আসামি আতাউর রহমান অস্ত্র ধরে প্রকাশ্যে ১২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। এসময় বাদি অপারগতা প্রকাশ করলে আসামিরা মিলের গেটে তালা লাগিয়ে দেন এবং মিল বন্ধ করার ঘোষণা দেন। পরে বাদি ৯৯৯ কল দিলে পুলিশ গিয়ে মিলের তালা খুলে দেন। পুলিশ আসার আগেই তারা পালিয়ে যায় বলে উল্লেখ করেছেন মামলার বাদি মোস্তাফিজুর রহমান।

স্থানীয়রা জানান, কথিত সাংবাদিক আতাউর রহমান নিজেকে বিভিন্ন অখ্যাত ও নাম সর্বস্ব পত্রিকা ও অনলাইনের সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে থাকেন। নিজেকে কখনো কখনো বঙ্গবন্ধুর গবেষক পরিচয় দিয়ে থাকেন।